দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ: 06 NOV 2017
পৃষ্ঠা: ১৭ কলাম: ২

জামালপুর: রেলওয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একতলা বিশিষ্ট ভবনের পলেস্তার এভাবে খসে পড়ছে —ইত্তেফাক

জামালপুরে ১৬৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন জরাজীর্ণ

ঝুঁকি নিয়ে চলছে শিক্ষা কার্যক্রম

জামালপুর প্রতিনিধি

জামালপুর জেলার সাতটি উপজেলার ১৬৮টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ ভবনে ঝুঁকি নিয়ে চলছে শিক্ষা কার্যক্রম। এসব পরিত্যক্ত ভবনে কচিকাঁচা শিক্ষার্থীদের নিয়ে শিক্ষকরা চালিয়ে আসছেন শিক্ষা কার্যক্রম। জামালপুর জেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, জেলার সাতটি উপজেলায় মোট ৫৮৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে জরাজীর্ণ ও পরিত্যক্ত বিদ্যালয়ের ভবন সংখ্যা মোট ১৬৮টি। তার মধ্যে দেওয়ানগঞ্জ উপজেলায় ২৪টি, ইসলামপুর উপজেলায় ২১টি, মাদারগঞ্জ উপজেলায় ৩৭টি, জামালপুর সদর উপজেলায় ৩৩টি, সরিষাবাড়ী উপজেলায় ২৭টি, মেলান্দহ উপজেলায় ৯টি এবং বকশীগঞ্জ উপজেলায় ১৭টি মোট ১৬৮টি বিদ্যালয় ভবন অতি জরাজীর্ণ এবং অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ বলে জানান।

জানা গেছে, গত ছয়মাস আগে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে সারা জেলায় অতি জরাজীর্ণ ভবনগুলোর তালিকা প্রেরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। সে অনুযায়ী জামালপুর জেলা থেকে ১৬৮টি বিদ্যালয় জরাজীর্ণ এবং পরিত্যক্ত ভবনগুলোর নামের তালিকা, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের পরিচালক বরাবরে প্রেরণ করে। কিন্তু এখন পর্যন্ত এসব ভবনগুলো সংস্কার বা মেরামতের কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। এ বিষয়ে জামালপুর জেলার সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ আব্দুর রাজ্জাকের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, গত ২৭ এপ্রিল-১৭ প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের বরাবরে জরাজীর্ণ ও পরিত্যক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনগুলোর তালিকা প্রেরণ করা হয়েছে। এখনো সেগুলো সংস্কারের কোনো দিক নির্দেশনা আসেনি বলে উল্লেখ করেন। এ ব্যাপারে রেলওয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা শারমিন আহমেদ বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জামালপুর সদর, উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান জামালপুরসহ শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার বিষয়টি জানানো হয়েছে। কিন্তু প্রশাসন পক্ষ থেকে ভবন মেরামতের আশ্বাস দিলেও আজ পর্যন্ত তা বাস্তবায়ন করা হয়নি বলে জানান। এদিকে জামালপুর রেলওয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তানজিলা আক্তার, উম্মে ইফসা, সুমি আক্তার, সানিয়া আক্তারসহ কচিকাঁচা শিশু শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় ভবনটি দ্রুত মেরামত করে দিতে কর্তৃপক্ষের নিকট দাবি করেছেন।

অপরদিকে জামালপুর পৌর শহরের ২৭ নং উত্তর দেউরপাড় চন্দ্রা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, বিদ্যালয়টির ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৯০ জন। বিদ্যালয়টি পলেস্তারা ধসে পড়েছে। ছাদে দেখা দিয়েছে বড় বড় ফাটল। অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে চালিয়ে যাচ্ছেন শিক্ষা কার্যক্রম। এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুলতানা রাজিয়া জানান, গত ১৯৯৯ সালে বিদ্যালয়টি ভবন নির্মাণের পর গত ২০১৫ সালের ২৪ এপ্রিল ভূমিকম্পের ফলে দ্বিতীয়তলার ছাদে ফাটল দেখা দেয়। বর্তমানে সামান্য বৃষ্টি হলে শ্রেণিকক্ষে পানি জমে যায়। অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ার কারণে পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হলেও বিষয়টি এলজিইডি জামালপুরের নির্বাহী প্রকৌশলী, উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বরাবরে বহুবার আবেদন করেও অদ্যাবধি কোনো কাজ হয়নি। এখন পর্যন্ত সংস্কারের কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

প্রাপ্তি নং...
সিস্টেম ম্যানেজার
সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে